সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা ,১৯৭৯

(General Provident Fund Rules-1979)

বিষয়ক উপস্থাপনায়

স্বাগতম

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯
(General Provident Fund Rules-1979)

উপস্থাপক ঃ

মোঃ মাহবুবুল হাসান
উপমহাপরিদর্শক, কিশোরগঞ্জ

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা ,১৯৭৯

মোট বিধি-২৭টি

এ ক্লাস হতে আমরা যা জানতে পারবঃ

উদ্দেশ্যে :

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা কি ও কেন?

২. কারা ও কখন এ তহবিলে চাঁদা জমা দিতে পারবে।

৩. কিহারে চাঁদা দিতে হবে ও কিহারে চাঁদার উপর সুদ পাওয়া যাবে।

৪. কিভাবে ও কি উদ্দেশে এ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী নেয়া যাবে।

৫. কিভাবে ভবিষ্যত তহবিলের সঞ্চিত জমা পুরো ফেরত পাওয়া যাবে।

এক নজরে GPF

১. বিধিঃ ১-২ ঃ শিরোনাম ও সংজ্ঞা : হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সন্তান, পরিবার, পুরুষ চাঁদাদাতা, মহিলা চাঁদাদাতা, ছুটি, মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ :

২. তহবিল কোথায় রক্ষণাবেক্ষণ হইবে ঃ বিধি-৩

৩. তহবিলে যোগদানের যোগ্যতা ঃ বিধি-৪

৪. চাঁদাদাতা কে হবেন ঃ বিধি-৫

৫. এক বা একাধিক ব্যক্তি মনোনয়ন প্রদান ঃ বিধি-৬

৬. চাঁদাদাতার হিসাব ঃ বিধি-৭

৭. চাঁদা প্রদানের শর্তাদি ঃ বিধি ৮ ও ১০

৮. চাঁদা প্রদানের হার ঃ বিধি-৯

৯. চাঁদা আদায় পদ্ধতি ঃ বিধি -১১

১০.চাঁদার উপর সুদ ঃ বিধি-১২

১১.তহবিল হতে অগ্রিমঃ অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ। বিধি-১৩ (১)

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১২. অগ্রিমের উদ্দেশ্য ঃ বিধি-১৩(২)
১৩. অগ্রিম গ্রহণের পরিমাণ ঃ বিধি-১৩(৩) ও (৪)
১৪. গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ঃ বিধি-১৩(৫)
১৫. অগ্রিম প্রদান পদ্ধতি ঃ বিধি ১৩(৬),(৭),(৮)
১৬. অফেরত যোগ্য অগ্রিম ঃ বিধি-১৩(৯)ও (১০)
১৭. অগ্রিম ও সুদ আদায় ঃ বিধি-১৪
১৮. তহবিলে সঞ্জিত অর্থ চুড়ান্তভাবে উত্তোলন ঃ বিধি-২০
১৯. চাঁদাদাতার মৃত্যুতে তহবিলের অর্থ প্রদান ঃ বিধি-১২
২০. তহবিলের সঞ্চিত অর্থ প্রদান ঃ বিধি-২১
২১. পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান ঃ বিধি-২৫
২২. চাঁদার হিসাব নম্বার ঃ বিধি-২৬
২৩. চাঁদার হিসাবের বিবরণী ঃ বিধি-২৭

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

৩। তহবিল কোথায় রক্ষণাবেক্ষণ হইবে ঃ বিধি-৩

তহবিল বাংলাদেশে টাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রক্ষিত হইবে।

৪। তহবিলে যোগদানের যোগ্যতা ঃ বিধি-৪

প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিলে যোগদানের জন্য আবশ্যক নয় বা অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন সকল সরকারী কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে যোগদানের যোগ্য।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

৫। চাঁদাদাতা কে হবেন ঃ বিধি-৫

(১) দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাহারা বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে এই তহবিলে যোগদান করিবেন এবং

(২) যাহারা এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার সময় বা পরে চাকরিতে প্রবেশ করিবেন,তাহারা চাকরির মেয়াদ ধারাবাহিকতাক্রমে দুই বৎসর পূর্ণ হইলে বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে তহবিলে যোগদান করিবেন ঃ

(৩) তবে শর্ত থাকে যে,একজন সরকারী কর্মচারী ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন এবং ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিতে পারিবেন।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

৬। এক বা একাধিক ব্যক্তি মনোনয়ন প্রদান ঃ বিধি-৬

(১) প্রত্যেক চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সময় এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ণ প্রদান করিবেন এবং উক্ত মনোনয়নপত্র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেনঃ তবে চাঁদাদাতা তাহার পরিবারের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন করিতে পারিবেন না ঃ

(২) যদি কোন চাঁদাদাতার কোন পরিবার না থাকে,তবে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত চাঁদাদাতার পরিবার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরিত উক্ত পূর্ব মনোনয়ন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) প্রথম শিডিউলে উল্লেখিত প্রযোজ্য ফরম মোতাবেক প্রতিটি মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে। মনোনয়নপত্রে প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তিকে প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৪) চাঁদাদাতা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট লিখিত নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে যে কোন সময় মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৫) প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

৭। চাঁদাদাতার হিসাব ঃ বিধি-৭

প্রত্যেক চাঁদাদাতার নামে একটি পৃথক হিসাব থাকিবে এবং উক্ত হিসাবে বিধি-১২ এর উপবিধি-(২) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সুদসহ তাহার প্রদত্ত চাঁদা জমা হইবে।

৮। চাঁদা প্রদানের শর্তাদি ঃ বিধি ৮ ও ১০

(১)সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় ব্যতীত প্রত্যেক চাঁদাদাতা প্রতি মাসে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন ঃ চাঁদাদাতা ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান করার বা না করার অপশন গ্রহণ করিতে পারিবেনঃ

(২) সাময়িক বরখাস্তের পর চাকরিতে পুর্নবহাল হলে বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া চাঁদার পরিমাণের অতিরিক্ত নয়,এমন পরিমাণ চাঁদা এককালীন বা কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপবিধি-(১)এর অধীনে চাঁদাদাতার অপশন অবহিত করণের অপশনই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উত্তোলনের পর পুনঃকর্মে যোগদান না করা পর্যন্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) ফরেন সার্ভিসে বা বহিঃবাংলাদেশে প্রেষণে থাকাকালীন সময়েও চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

৯। চাঁদা প্রদানের হার ঃ বিধি-৯

(১) নিম্নোক্ত শর্তে চাঁদাদাতার চাঁদার হার নিজে নির্ধারণ করিবেন –

(এ) ইহা সর্বদা পূর্ণ টাকায় হইবে;এবং

(বি) তহবিলে চাঁদার সর্বনিম্ন হার হইবে নিম্নরূপ–

(i) মাসিক বেতন ৬০০/–টাকা পর্যন্ত বেতনের ২%;

(ii) মাসিক বেতন ৬০১/-টাকা হইতে ১০০০/- টাকা পর্যন্ত বেতনের ৪%

(ররর) মাসিক বেতন ১০০১/- টাকা হইতে ১৫০০/- টাকা পর্যন্ত বেতনের ৬%

(iv) মাসিক বেতন ১৫০১/-টাকা হইতে ৪০০০/-টাকা পর্যন্ত বেতনের ৮%

(v) মাসিক বেতন ৪০০১/- টাকা এবং তদুর্ধ্ব টাকার জন্য বেতনের ১০%

(২) চাঁদাদাতার বেতন বলিতে মুল বেতন বুঝাইবে–

(৩) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর তাহার নির্ধারণকৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ অবহিত করিবেন

উক্তরূপে নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ উক্ত বৎসরব্যাপী অপরিবর্তিত থাকিবে ঃ

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১০। চাঁদা আদায় পদ্ধতি ঃ বিধি -১১

(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রেজারী হইতে অথবা বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হইতে কর্তনপূর্বক আদায় করিতে হইবে।

(২) অন্য কোন উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা তাঁহার মাসিক চাঁদা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে যোগদানের তারিখ হইতে কোন কর্মচারী চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে সুদসহ বকেয়া চাঁদা তাৎক্ষণিকভাবে তহবিলে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কিস্তিতে বা অন্যভাবে বেতন হইতে কর্তনপূর্বক আদায়ের জন্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নির্দেশ প্রদান করিবেন।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১১। চাঁদার উপর সুদ ঃ বিধি-১২

(১) সরকার প্রতি বৎসরের জন্য যেই হার নির্ধারণ করিবেন,উক্ত হারে তহবিলের জমার উপর সরকার সুদ প্রদান করিবেন।

(২) প্রতি বৎসরের শেষ দিনে জমার উপর সুদ প্রদেয় হইবে-মোট সুদের পরিমাণ নিকটবর্তী পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত হইবে। (পঞ্চাশ পয়সা হইলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ টাকায় পরিবর্তিত হইবে)ঃ

(৩) কোন চাঁদাদাতা তহবিলের জমার উপর সুদ গ্রহণ করিবেন না মর্মে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করিলে উক্ত ক্ষেত্রে সুদ প্রদান করা হইবেনা।

(৪) এই বিধিমালার বিধানের অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ উহাও চাঁদাদাতার জমার সহিত একত্রীভূত হইবে এবং জমা ও সুদ উভয়ের উপর উপবিধি-(১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১২। তহবিল হতে অগ্রিমঃ অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ। বিধি-১৩ (১)

তহবিলে সঞ্চিত অর্থ হইতে নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষগণ অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন,যথাঃ

১. গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অগ্রিম ব্যতিত অন্য উদ্দেশ্যে অগ্রিম **গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান মঞ্জুর করিতে পারিবেন,অগ্রিম** গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিজেই বিভাগীয় প্রধান হইলে উক্ত ক্ষেত্রে সরকার অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন। **ননগেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অফিস প্রধান অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন।**

২. অনুচ্ছেদে–(১)তে বর্ণিত মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গৃহ নির্মাণ এবং বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রদেয় অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন। তবে বিভাগীয় প্রধানের অধঃস্তন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে উক্ত অগ্রিম বিভাগীয় প্রধান মঞ্জুর করিবেন এবং বিভাগীয় প্রধানের উক্ত অগ্রিম সরকার মঞ্জুর করিবেন।

৩. **অফেরতযোগ্য অগ্রিম বিভাগীয় প্রধানের নিম্নপদস্থ কোন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না। বিভাগীয় প্রধানের অফেরতযোগ্য অগ্রিম সরকার মঞ্জুর করিবেন।**

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৩। অগ্রিমের উদ্দেশ্যঃ বিধি-১৩(২)

আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থার প্রয়োজনে এই অগ্রিম প্রয়োজন এই মর্মে পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন না ঃ আবেদনকারীর বা তাহার উপর

(এ) প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির দীর্ঘ অসুস্থতা;
(বি) প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা বা শিক্ষার জন্য বিদেশ গমনে
(সি) বিবাহ,অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে
(ডি) জীবনবীমার প্রিমিয়াম প্রদানের উদ্দেশ্যে
(ই) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় বা বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামত ,অথবা এ উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে;
(এফ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবারের হজ্জ পালনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

(জি) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম চাঁদাদাতার স্ত্রীর অনুসুলকৃত মোহরানার দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে–

১. চাঁদাদাতা বিবাহের ব্যয়ের জন্য একবার অগ্রিম গ্রহণ করিলে পরবর্তীতে মোহরানা পরিশোধের জন্য পুনঃঅগ্রিম পাইবেন না।

২.এই অগ্রিমের পরিমাণ মোহরানার প্রকৃত পরিমাণ এর অধিক হইবেনা এবং মোহরানার প্রকৃত পরিমাণের প্রমাণ চাঁদাদাতাকে দাখিল করিতে হইবে;

৩. অগ্রিম গ্রহণের এক মাসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মোহরানার অর্থ পরিশোধের প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ এককালীন আদায়যোগ্য হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৪। অগ্রিম গ্রহণের পরিমাণ ঃ বিধি-১৩(৩) ও (৪)

১। গৃহ নির্মাণ এবং বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য প্রকার অগ্রিম চাঁদাদাতার ৩মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক,এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম,উহার অধিক হইবে না।

বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র ব্যতীত,সুদসহ প্রথম অগ্রিম চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবেনা।

তবে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সমুদয় অর্থ গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চলাকালীন সময়ে ৩ মাসের বেতন বা দ্বিতীয় অগ্রিম গ্রহণের সময় তহবিলে সঞ্চিত অর্থেও অর্ধেক,এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম,উহার সমান দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

২। বিশেষ বিবেচনার কারণে অগ্রিম কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৭৫% এবং সর্বাধিক ৩টি বা ততোধিক অগ্রিমের অর্থ অনাদায়ী থাকিলে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পুনঃঅগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবেনা। বিধি-১৩(৪)

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৫। গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ঃ বিধি-১৩(৫)

গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অগ্রিম নিম্নোক্ত শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত,যথাঃ–

১. অগ্রিমের পরিমাণ ৩৬ মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০%,উভয়ের মধ্যে যাহা কম,উহার অধিক হইবেনা। তবে আবাসগৃহে মেরামতের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের পরিমাণ ১২ মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৭৫% এই উভয়ের মধ্যে যাহা কম,উহার অধিক হইবেনা;

২. **একই প্লটে** গৃহ নির্মাণের জন্য **একবারের অধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবেনা**। কিন্তু সুদসহ প্রথম অগ্রিম সম্পূর্ণ আদায়ের পর উক্ত একই গৃহে মেরামতের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে;

৩. নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে **একই গৃহ মেরামতের জন্য অনধিক একটি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে,যথাঃ–**

(i) গৃহ বাসযোগ্য করার জন্য মেরামত প্রয়োজন;

(ii) এই মেরামত সাধারণ প্রকৃতির নয়;এবং

(iii) গৃহের মূল্যের তুলনায় এই মেরামত বড় ধরনের

৪. এই অগ্রিম চাঁদাদাতার কর্মস্থলে অথবা অবসর গ্রহণের পর যে স্থানে বসবাস করিতে ইচ্ছা করেন,ঐ স্থানে ব্যক্তিগত বসবাসের প্রকৃত প্রয়োজনীয় আবাস গৃহের ক্ষেত্রে হইতে হইবে;

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৬। অগ্রিম প্রদান পদ্ধতি ঃ বিধি ১৩(৬),(৭),(৮)

১। আবেদন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবেদনকৃত অগ্রিমের **প্রয়োজনীয়তা** এবং অগ্রিমের **পরিমাণ** সম্পর্কে নিজস্ব মতামত করিবেন।

২। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরীপত্রে অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে মাসে অগ্রিম মঞ্জুর করা হইবে,ঐ মাসের পূর্ববর্তী ৩ মাসের জমাকৃত চাঁদা হিসাবে ধরা যাইবেনা। বিধি-১৩(৭)

৩। শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরনাদির সহিত মঞ্জুরকৃত মোট অগ্রিমের পরিমান,আদায়ের কিস্তির সংখ্যা ও প্রতি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ,ইতোমধ্যে আদায়কৃত কিস্তির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ এবং বকেয়ার পরিমাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। বিধি-১৩(৮)

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৭। অফেরত যোগ্য অগ্রিমঃ বিধি-১৩(৯)ও (১০)

১। চাঁদাদাতার ৫২ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে কৃষি জমি ক্রয়সহ যে কোন প্রকৃত উদ্দেশ্যে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন।এই অগ্রিম চাঁদাদাতার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবেনা এবং সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধের সময় এই অগ্রিমকে চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

২। অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরের সময় তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০%এর অধিক হইবেনা।এই অগ্রিম একাধিকবার প্রদান করা যাইবে।তবে অগ্রিমের পরিমাণ প্রত্যেকবারই উক্ত সময়ে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০% এর মধ্যে থাকিতে হইবে।

৩। এই অগ্রিম চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাব গণ্য হইবে এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যেও উহা এক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে।বিধি-১৩(৯)

৪। চাঁদাদাতা ৫২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছা করিলে পূর্বে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমের অপরিশোধিত অংশকে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রুপান্তর করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে ইহা চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।বিধি-১৩(১০)

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৮। অগ্রিম ও সুদ আদায় ঃ বিধি-১৪

১. অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেই সংখ্যাকে কিস্তি নির্ধারণ করিবেন,ঐ সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে।তবে চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ এর কম হইবেনা,এবং কোনক্রমেই কিস্তির সংখ্যা ৫০ এর বেশী হইবেনা।

২. একমাসে একের অধিক কিস্তি পরিশোধ করা যাইবেনা।কিস্তির পরিমাণ পূর্ণ টাকায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কিস্তি নির্ধারণের প্রয়োজনে অগ্রিমের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইবে।

৩. গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী ১২মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% হারে আদায় আরম্ভ হবে।তবে বেতন হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেতন হইতে গ্রহণকৃত অগ্রিম সুদসহ সম্পূর্ণ আদায়ের পর উপরোক্ত হারে এই অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

৪. ছুটিকালীন সময়ে বা খোরপোষে ভাতা প্রাপ্তিকালীন সময়ে চাঁদাদাতার সম্মতি ব্যতিরেকে অগ্রিম আদায় করা যাইবেনা।

৫. একাধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিটি অগ্রিম পৃথক অগ্রিম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

১৯। তহবিলে সঞ্জিত অর্থ চুড়ান্তভাবে উত্তোলনঃ বিধি-২০

১. চাঁদাদাতা চাকরি ত্যাগ করিলে বা অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমন করিলে বা অবকাশকালীন ছুটিসহ অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গমন করিলে বা ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে অবসর গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে বা যথাযথ মেডিকেলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনঃ চাকরির জন্য অক্ষম বলিয়া ঘোষিত হইলে,চাঁদাদাতার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইবে।

২. তবে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ উত্তোলনের পর ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে পুর্নবহাল বা পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে চাকরিতে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে বিধি-১২ তে বর্ণিত হারে সুদসহ পূর্বে উত্তোলনকৃত অর্থ মঞ্জুরকারী কতৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলে ফেরত দিতে হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

২০। চাঁদাদাতার মৃত্যুতে তহবিলের অর্থ প্রদান ঃ বিধি-১২

তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হওয়ার পূর্বে অথবা প্রদেয় হওয়ার পর পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা মৃত্যুবরণ করিলে–

(১) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে–

(এ) চাঁদাদাতা পরিবারের কোন সদস্য/সদস্যবর্গকে মনোনয়ন করিয়া থাকিলে চাঁদাদাতার মৃত্যুকালে জীবিত মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়নে বর্ণিত অংশ অনুসারে প্রদেয় হইবে;

(বি) পরিবারের কোন মনোনয়ন না থাকিলে বা মনোনয়ন অবৈধ বা অকার্যকর হইলে তাঁহার পরিবারের সদস্যব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ তাঁহার পরিবারের সদস্যদেরকে সমহারে প্রদেয় হইবে। তবে নিম্ন বর্ণিত পরিবারের সদস্য ব্যতীত পরিবারের অন্য কোন সদস্য থাকিলে নিম্নে বর্ণিত সদস্যগণ কোন অংশ প্রাপ্য হইবে না-

(i) প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র,যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন এবং জীবিকা নির্বাহেও অসমর্থ নন;

(ii) মৃত পুত্রের প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন এবং জীবিকা নির্বাহেও অসমর্থ নন;

(iii) বিবাহিতা কন্যা,যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি অন্য কোনভাবে পরিত্যক্ত বা স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন;

(iv) মৃত পুত্রের বিবাহিতা কন্যা ,যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি অন্য কোনভাবে পরিত্যক্ত বা স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন।

(২) কোন পারিবার না থাকার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে মনোনীত জীবিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয় হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

২১। তহবিলের সঞ্চিত অর্থ প্রদান ঃ বিধি-২১

১. তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তাহা চাঁদাদাতাকে বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীগণকে অবহিত করিবেন এবং ভবিষ্যৎ তহবিল আইন,১৯২৫ এর ৪ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন;

২. প্রাপক অপ্রকৃতস্থ পাগল বা লুনাটিক হইলে, উহা অপ্রকৃতস্থ পাগল (Lunatic) কে প্রদান না করিয়া লুন্যাসি এ্যাক্ট, ১৯১২ এর অধীনে নিয়োজিত ম্যানেজারকে প্রদান করিতে হইবে।

৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বরাবরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে এই বিধির অধীনে অর্থের দাবী করিতে হইবে। প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশে এবং টাকায় প্রদেয় হইবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

২২। পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান ঃ বিধি-২৫

১. তহবিলে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল নামের সরকারী হিসাবের বহিতে জমা করিতে হইবে।

২. উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হওয়ার এবং হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক অবহিত করণের ৬ মাসের মধ্যে উত্তোলন করা না হইলে বৎসরের শেষে জমা খাতে স্থানান্তরিত হইবে এবং জমা সংক্রান্ত প্রচলিত সাধারন বিধি মোতাবেক তাহা পরিচালিত হইবে।

২৩। চাঁদার হিসাব নম্বার ঃ বিধি-২৬

১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক অবহিতকৃত হিসাব নম্বর উল্লেখপূর্বক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

২. হিসাব নম্বরের যে কোন পরিবর্তনও একইভাবে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চাঁদাদাতাকে অবহিত করিবেন।

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯

২৪। চাঁদার হিসাবের বিবরণী ঃ বিধি-২৭

১. বৎসর শেষে যতশীঘ্র সম্ভব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রত্যেক চাঁদাদাতার নিকট চাঁদাদাতার তহবিলের হিসাবের একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন। উক্ত বিবরণীতে উক্ত বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের,বৎসরের মধ্যে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থ ৩০জুনে সুদ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের দেখাইতে হইবে।

২. চাঁদাদাতা বাৎসরিক হিসাব বিবরণীর শুদ্ধতা সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হইবেন এবং কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে বিবরণী প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে তাহা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে জানাইবেন।

৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চাঁদাদাতার চাহিদা মোতাবেক যে বৎসরের হিসাবে লিখিত হইয়াছে ঐ বৎসরের শেষ মাসের সমাপ্তিতে তহবিলে মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৎসরে একবার চাঁদাদাতাকে জানাইবেন

প্রদেয় ভবিষ্যত বিধিমালা-১৯৭৯ ঃ
(The Contributory Provident Fund Riles, 1979)

১. প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিল সকল অপেনশনযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
২. চাঁদাদাতার তহবিলে যোগাদানের পর যতশীঘ্র সম্ভব সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ তে বর্নিত পদ্ধতিতে মনোনয়ন প্রদান করিবেন। বিধি-৫
৩. তহবিলের মাসিক হিসাবে চাদা প্রদান করতে হবে। তবে ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান ইচ্ছাধীন থাকিবে। বিধি- ৭
৪. প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার হার দাতা নিজে নির্ধারণ করিবেন। তবে তাহা কোনক্রমেই মুল বেতনের ৮.৩৩% এর বেশী হবে না। বিধি-৮
৫. সরকার প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতনের ৮.৩৩% হারে কন্ট্রিবিউশন প্রদান কবিরবেন। বিধি-১১
৬. যথাযথ কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন। অগ্রিম মঞ্জুর ও আদায়ের ক্ষেত্রে সাধারন ভবিষ্যত তহবিল বিধি মালা বিধানাবলী কার্যকর হউইবে। অগ্রিমের জন্য তহবিলে সঞ্চিত অর্থ বুঝাইবে চাদা দাতার প্রদত্ত চাদা ও ইহার সুদ কন্ট্রিবিউশন বা কন্ট্রিবিউশন এর উপর সুদ বুঝাইবে না। বিধি-১
৭. চাকরি ত্যাগ বা মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ প্রদেয় হইবে। বিধি-১৫।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

ও

উত্তর

ধন্যবাদ